মুখবন্ধ

স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার পর যখন গবেষণার কথা ভাবছি, তখনই নানা বিষয় নিয়ে ওলট পালট করতে করতে সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প পড়ি। প্রথম যে গল্পটি আমাকে, আমার চেতনাকে নাড়া দেয় সেটি হল 'সুন্দরম্'। আর 'সুন্দরম্' গল্পের শেষ উক্তি 'শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে!' বলা যায় এই আকর্ষণেই আমি শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যগল্পগুলিও পড়ে ফেলি প্রায় এক নিশ্বাসে। গল্পের ভুবন থেকে সরিয়ে সুবোধ ঘোষ যেন পাঠককে নিয়ে যান অন্য এক জগতে, যে জগৎ আমাদেরই পৃথিবীর মাটির কঠোর সংস্পর্শ। তারপরই জানতে পারি সুবোধ ঘোষের লেখা শুধু শ্রেষ্ঠ গল্পই নয় তাঁরই হাতে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব এক সৃষ্টি 'ভারতপ্রেম কথা'। সেটিও পড়ে ফেললাম। এরপর আমি আমার গবেষণার বিষয় ঠিক করতে আর দেরী করিনি। আমার তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুমনা দাস এর সাহায্য নিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করে ফেলি। তাঁর অসম্ভব প্রেরণা এবং সহযোগিতায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কিত নানা তথ্য ও তত্ত্বের দিকে নজর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের সদস্য পদে অনেকদিন থেকেই সাহায্য পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার থেকেও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তারপর ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে অল্পকিছুদিন কাজ করেছি, সেখানকার কর্মীরা আমাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী ও তার কর্মীবৃন্দকে। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর দ্বারা। কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ লাইব্রেরীতেই কার্যরত শ্রী সমীর বোস মহাশয়কে। সাহায্য পেয়েছি সন্দীপ দত্তের লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী থেকে। ছোট হলেও সাহায্য করেছে দুটি বিশেষ গ্রন্থাগার ও তার কর্মীগণ। সে দুটি হল দেওয়ান হাট প্রগতি সংঘ ও পাঠাগার এবং টাউন ক্লাব লাইব্রেরী ও পাঠাগার - কামাক্ষাগুড়ি। কোচবিহার এ.বি.এন.শীল কলেজের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমার এ কাজের জন্য অনেকটাই সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পিনাকেশ সরকার এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রবীন পাল মহাশয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের উৎসাহ থেকেও অনেক সময় প্রেরণা পেয়েছি। শিলিগুড়ি বি. এড. কলেজের অধ্যাপক ডঃ মহঃ গোলাম সাব্বির মহাশয়কেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রসূণ এবং ভগ্নীপ্রতিম প্রিয়াঙ্কা সাহা ও সোমা চৌধুরীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আর আমার পরিবারের সদস্যরা যাঁরা আমাকে এই কাজের সুযোগ ও অফুরন্ত উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

কৃষ্ণা নন্দী
গবেষিকা